দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 12 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

■ শিক্ষকদের ক্যাডার নন-ক্যাডার দ্বন্দ্ব

কোনো অনিয়ম যেন প্রশ্রয় না পায়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ কার্যক্রম নানাভাবে বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, এতদিন এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজের নিয়োগ প্রক্রিয়া যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ ছিল। বেশিরভাগ শিক্ষক টাকার বিনিময়ে নিয়োগ পেয়েছেন। অদক্ষরাও টাকা দিয়ে সহজেই নিয়োগ পেয়ে গেছেন। অপরদিকে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বিসিএস ক্যাডার হিসেবে নিয়োগ পায় প্রার্থীরা। প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা, মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, স্বাস্থ্যগত পরীক্ষা ও নিরাপত্তাগত দিক যাচাই করে যোগ্য বিবেচিত হলেই কেবল একজন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে পিএসসি। এ ছাড়া আগে সাধারণত বেছে বেছে দেশের ভালো কলেজগুলো সরকারি করা হতো। কিন্তু এবার যেসব উপজেলায় সরকারি কলেজ নেই, এমন সব উপজেলায় একটি করে কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর ধারাবাহিকতায় ২৮৩টি কলেজ জাতীয়করণে তালিকাভুক্ত হয়, যার মধ্যে ৩৯টির জাতীয়করণ সম্পন্ন হয়েছে। যাচাই-বাছাই চলছে আরও ৯৩টি কলেজের। এ ক্ষেত্রে সরকারিকৃত কলেজের বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি সরকারিকরণ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে জটিলতা। আত্তীকৃত কলেজ শিক্ষকদের ক্যাডার বা নন-ক্যাডার মর্যাদা প্রদান নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসনে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন চাওয়া হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে। এটা ঠিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের কাজটি খুব জটিল। হাজার হাজার শিক্ষক ও কর্মচারীকে জাতীয়করণের আওতায় এনে তাদের নিয়মমাফিক পদায়ন ও আর্থিক সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা সহজ কথা নয়। তারপরও আমরা বলব, কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে সর্বাত্মক চেষ্টা ও আন্তরিকতা দেখাতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। সবচেয়ে বড় কথা, কেবল যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেই যাতে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং কোনো অনিয়ম যেন প্রশ্রয় না পায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।